অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson

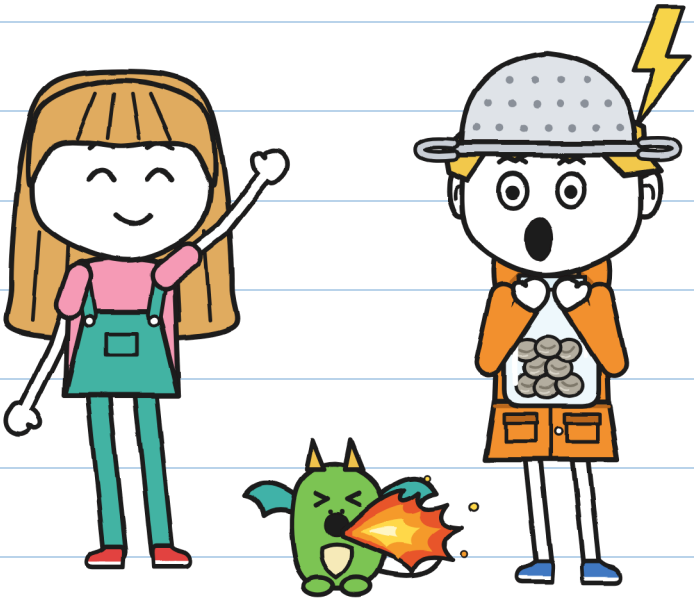

(গুনির)

সাইজ XS
প্রথম পড়া · ৫+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ XS · প্রথম পড়া · ৫+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: "এই পার্সেলটা কামড়ায়"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

কোনো মেঘ চোট পায়নি। -হু.



কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে,

মেঘ ডাকার আগে খুলো না।



শুধু গল্পে। তুমি কোরো না। -হু.

কে কে

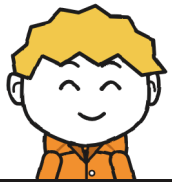

গুনি, ঝড়-শিকারি।

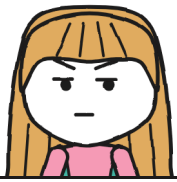

তুলিতা সবুজ কালিতে লেখে।



টুকরো, ড্রাগনের ছানা।



তোনিও, বিজলির ডেলিভারি-বয়।



ফ্লোরা, বাগানি।



ভেরা ড্রাগনদের দেখাশোনা করেন।



মারা, জাদুকরী।



র. পার্সেল পাঠান।

ডেলিভারির খাতা ২
গুনির

অফিশিয়াল।

"অফিশিয়াল": আগে আমি পড়ব। -হু.



১ নম্বর খাতা শেষ। মারা আমাকে এটা দিয়েছেন। উনি বলেন, এতে আঁকতে নেই।

অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

মারার দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে।

আমি ওটা ছুঁতে যাচ্ছি না।

টুকরো, ড্রাগনের ছানা, আমাকে নকল করে।

উনিশটা ফেরত পার্সেল বাকি।

কাঁপুনি-মিটার
নং ২-এর

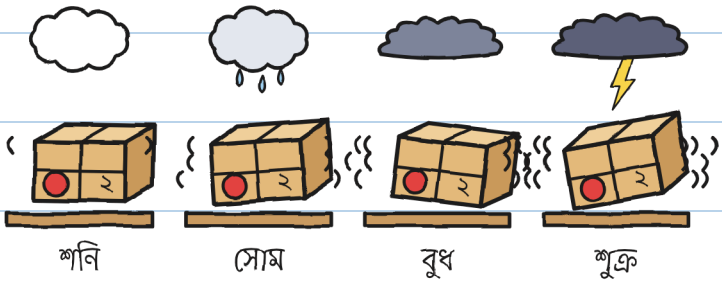

শনিবার ঝড় আসছে। –হু.

যে ফেরত পার্সেল নেয়, তাকে সই করতে হবে। নইলে ভোর হলে ওটা ফিরে যায়।

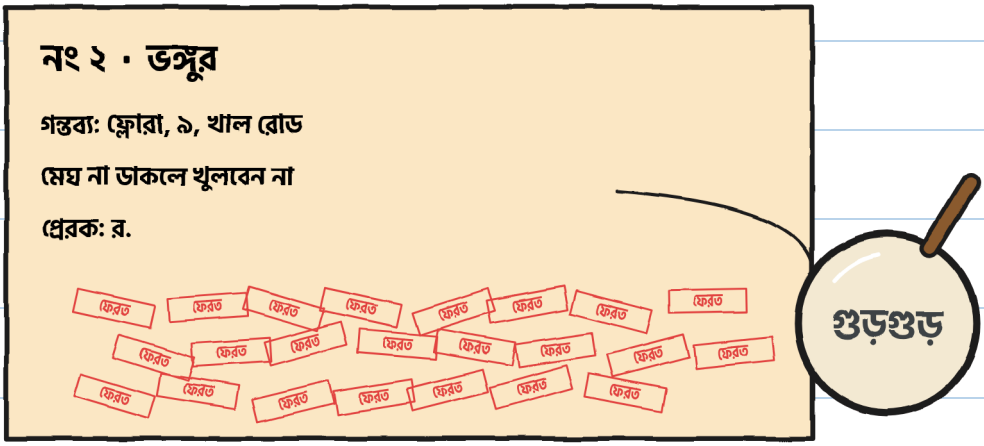

২ নম্বরে তেইশটা সিলমোহর ছিল।

আমি দুবার গুনেছি। -হু.

"আমি তেইশ বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "একবারও ঝড়ে নয়।"

মারা ২ নম্বর নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তোনিও ওখানে ছিল। "এটা তোমরা পৌঁছে দেবে," মারা বললেন। "আজ বিকেলে।"



হুলিতা বিশাল এক লাফ দিল।

মারা তিনটে শর্ত দিলেন।

১. রওনা: পাঁচটায়।

২. বাড়িতে বলা আছে।

৩. মেঘ ডাকলে তবে খোলা।

"আর তুমি যাচ্ছ না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার কাজ আছে," মারা বললেন।

আর ধূসর আকাশের দিকে তাকালেন।

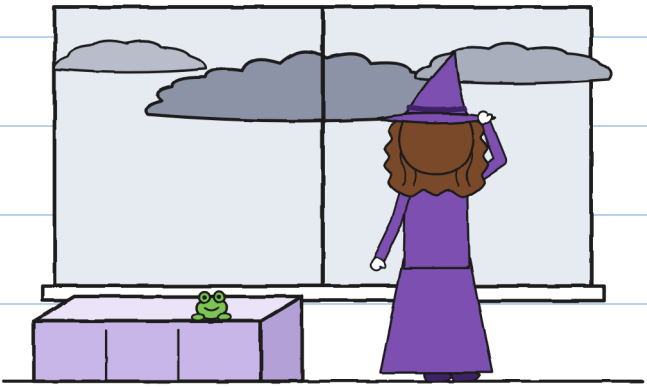

কী কাজ? -হু.

হুলিতা আমার দিকে তাকাল।
"তোমার ঝড় ভালো লাগে?"
আর আমি সেই চেনা কথাটাই বললাম:
"খুব ভালো লাগে। আমার অন্য
পাড়ায় আমি ঝড়-শিকারি ছিলাম।"

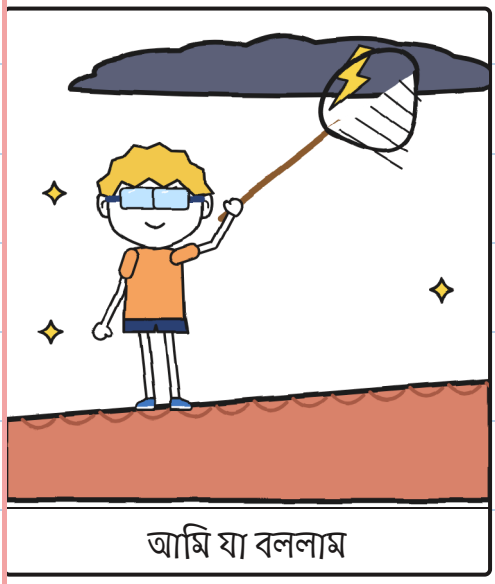

আমি যা বললাম

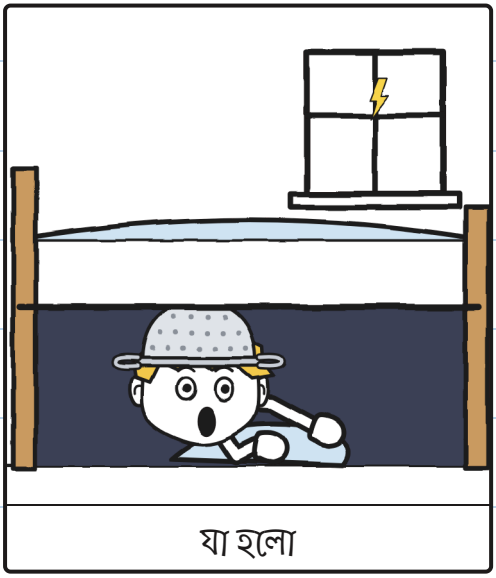

যা হলো

খাটের তলার শিকারি। -হু.

হুলিতা আমাকে ঝড় গোনা শেখাল।

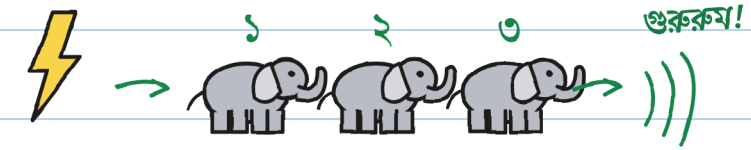

এক হাতি, দুই হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↖ এটা পার্সেল খোলে।
দূরেরগুলো না।

আরও হাতি, আরও দূর।

মেঘের ডাক: নিরাপদ জায়গায়!

জানলে ভয় কমে। -হু.

আমার ওটা দরকার ছিল না। তবু লিখে রাখলাম।

তোনিও ছোট অক্ষরের লেখাটা পড়ল।

"বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না।"

"এখনও তো না," হুলিতা বলল।



আর সঙ্গে এল।

পাঁচটায় রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি গেলাম।

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." মা বলল।

"টা-টা, মা!"

কী? -হু.

আমরা বড় সেতু পার হলাম। হুলিতা খুব গম্ভীর মুখে জলের দিকে হাত নাড়ল।

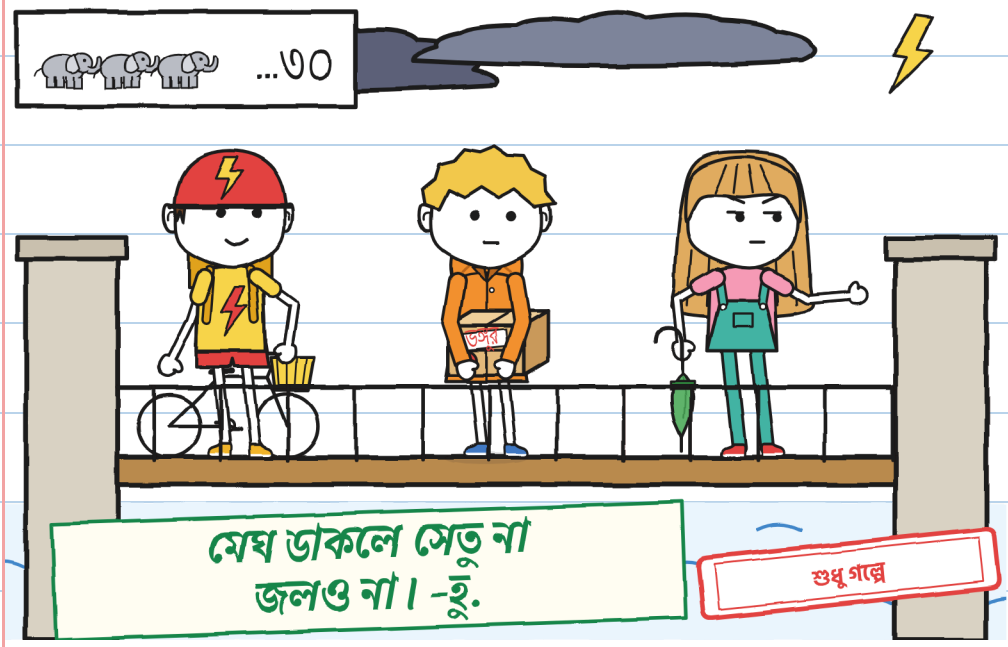

হুলিতা তিরিশ হাতি গুনল। গুরুরুম।
"এবার খোলা হয়?" তোনিও বলল।

"ওটা পার্সেল খোলে না," হুলিতা বলল। "নিরাপদ জায়গায় চলো!"

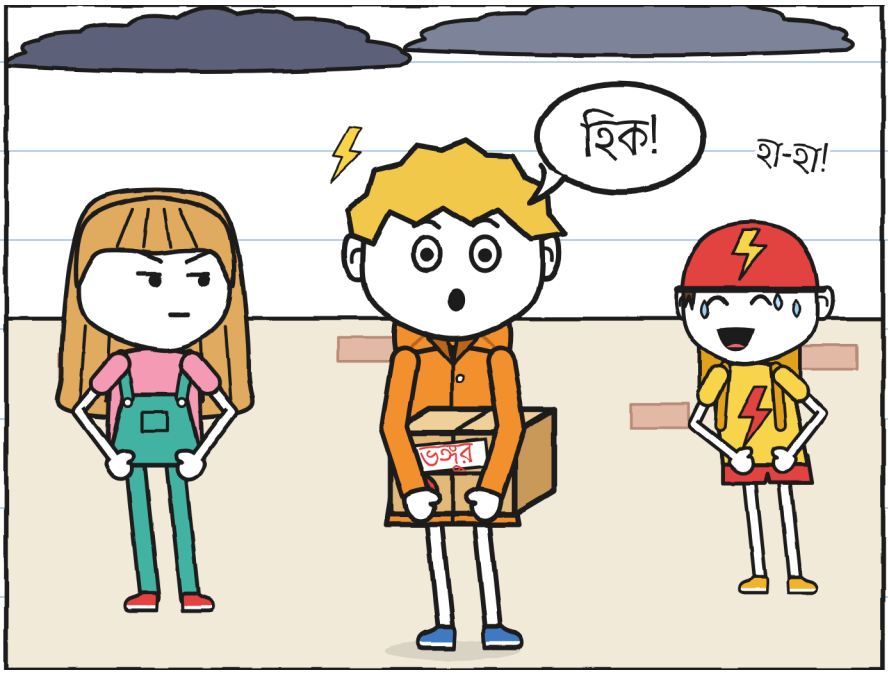

প্রতিবার মেঘ ডাকলে আমার হেঁচকি ওঠে। এটা ভয় নয়।

এটার নাম ভয়। -হু.

ভেরা টুকরোকে নিয়ে আমাদের
জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।
"ও তোমার সবকিছু নকল
করে, গুনি," উনি বললেন।

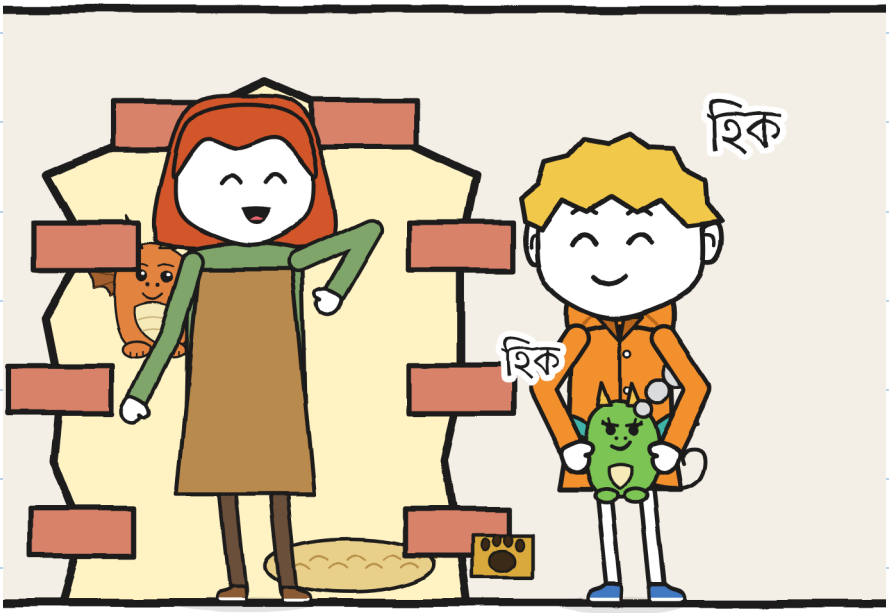

মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল, টুকরোরও।
"ভেতরে, এক্ষুনি!" ভেরা বললেন।

ফ্লোরার বাড়িটা জেরানিয়ামওয়ালা।

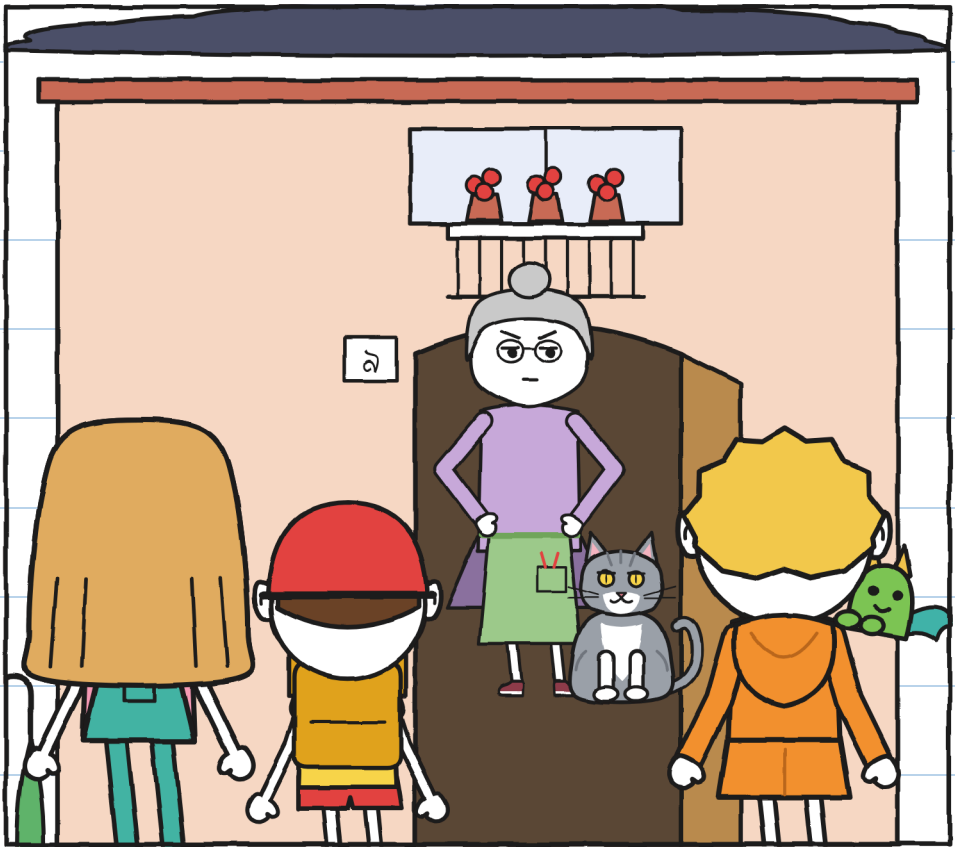

ফ্লোরা দরজা খুললেন।

"ভেতরে এসো," তিনি বললেন।

"আমি পাথরে সই করি না।"

অধ্যায় ২

গুড়গুড়!

ফ্লোরার রান্নাঘর গাছে ভরা।
তোনিও সাইকেলটা ঢুকিয়ে রাখল।



কাচে আঁকা ফোঁটা ছিল।
"এগুলো র.-এর কাচ," ফ্লোরা
বললেন। "বৃষ্টিকে ঢুকতে দেয়।"

ফ্লোরা বাক্সটা খুললেন।
ভেতরে আটটা ধূসর গুটি।
"র. লণ্ঠন-গাছের কথা দিয়েছিলেন,
অথচ পাঠান পাথর," ফ্লোরা বললেন।

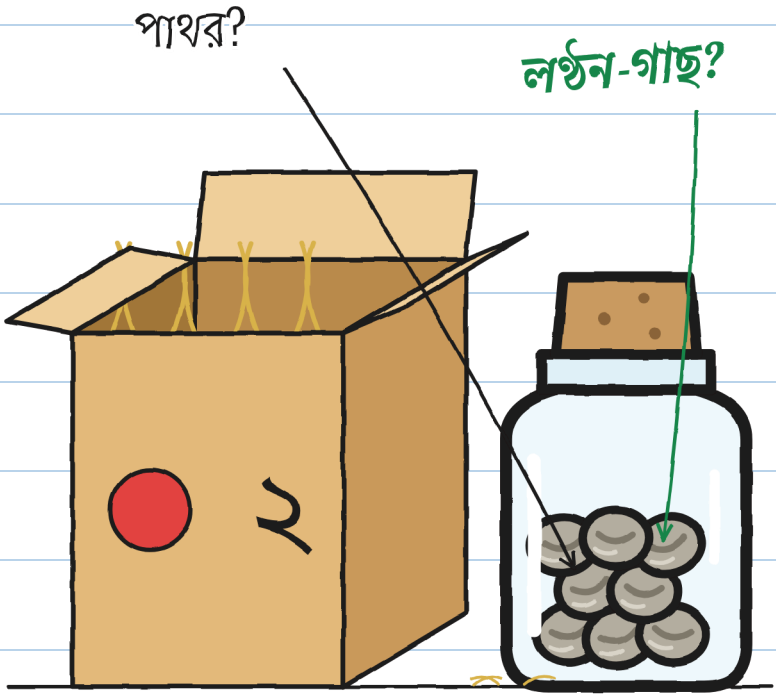

"লণ্ঠন-গাছ কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা আমাদের খালের
একটা পুরনো ছবি দেখালেন।



"এগুলো বিদ্যুৎ-চমকের আলোর গাছ,"
ফ্লোরা বললেন। র. আসা বন্ধ করে দিলেন।
সে কারণেই খালটা অন্ধকার।

সাঁকোটা আমার ভয় ধরায়। -হু.

"র. সবসময় কথা রাখেন," ফ্লোরা বললেন। "তেইশ বার, পাথর।"

"কখনও মেঘ ডাকার জন্য অপেক্ষা করেছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফ্লোরা আমার দিকে তাকালেন। "আমি কারও জন্য অপেক্ষা করি না," তিনি বললেন। "মেঘ ডাকার জন্যও না।"

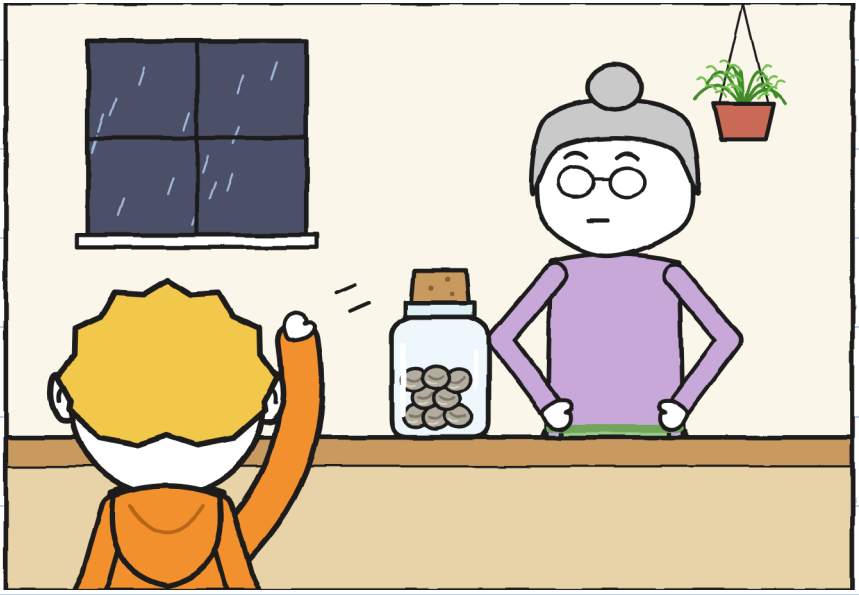

ফ্লোরার বেড়ালের নাম গুড়গুড়।

ও মেঘের মতো ধূসর।

আমরা রান্নাঘরে ঝড়ের অপেক্ষা করলাম।

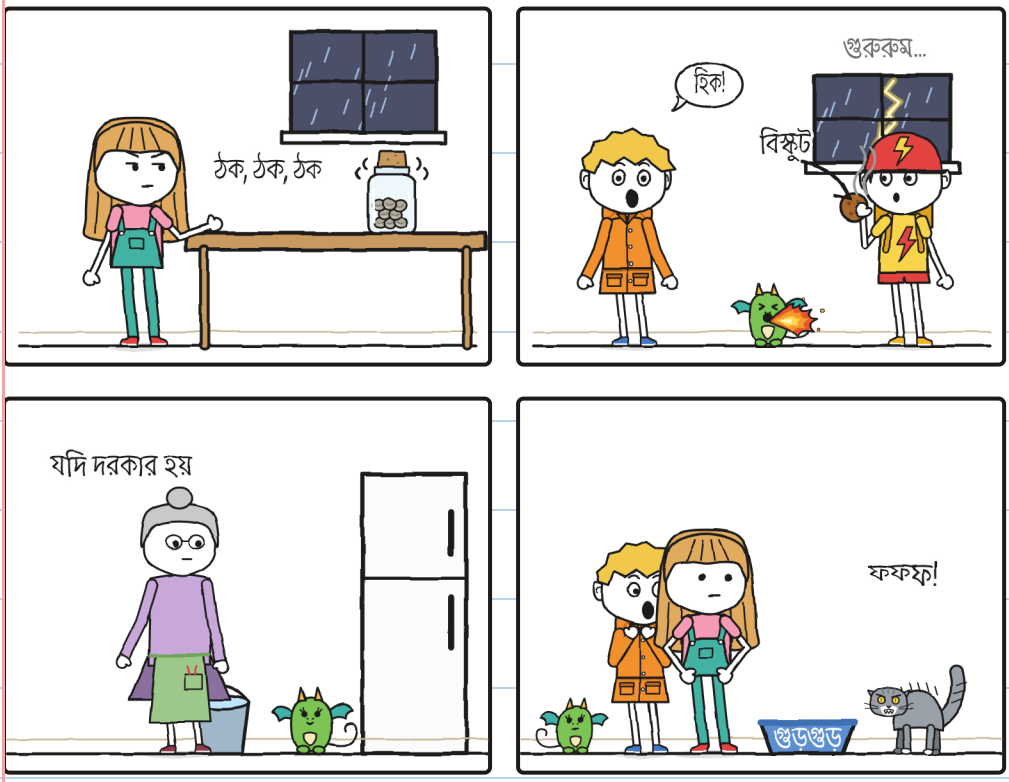

অপেক্ষাই সবচেয়ে খারাপ। -হু.

বয়ামটা টিং, টিং করছিল। লুলিতা
গুনছিল: "বারো হাতি।" তারপর: "নয়।"

টুকরো একটা ছোট্ট শিখা ছাড়ল।
গুড়গুড় ছিটকে বেরিয়ে গেল।
"গুড়গুড়ঊঊঊ!" ফ্লোরা চেঁচিয়ে উঠলেন।



আর হুলিতা বয়ামটা খুলে ফেলল।



"মেঘ ডেকেছে!" সে বলল।

মেঘ ডাকেনি। ফ্লোরা চেঁচিয়েছিলেন।

গুড়গুড় হলো বেড়ালটা।

শুনলাম "গুড়গুড়!"। ওটা একটা বেড়াল ছিল। -হু.

বয়ামটা চুপ করে গেল। ভেতরে
আটটা ধূসর গুটি, ঠান্ডা আর স্থির।
"ওদের গায়ে একটা দাগ আছে," হুলিতা বলল।

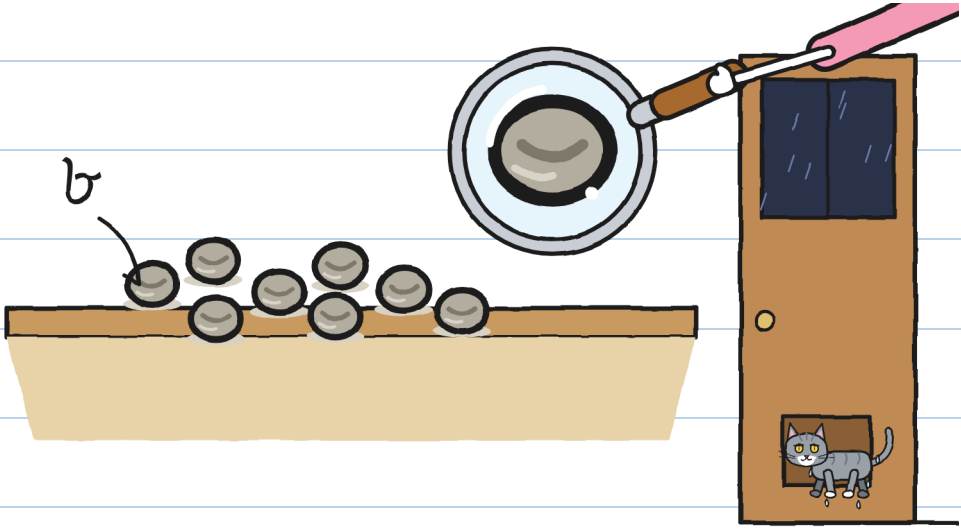

গুড়গুড় ফিরে এল, ভিজে চুপচুপে।
"পাথর, যেমন সবসময়," ফ্লোরা বললেন।

হুলিতা লাল হয়ে গেল।

"ওগুলো বীজ, পাথর নয়," আমি বললাম। "ঘুমিয়ে আছে।"

"প্রমাণ করুক," ফ্লোরা বললেন।

ছটা বাজে। বিদ্যুৎ-চমক।

হুলিতা গুনতে শুরু করল:

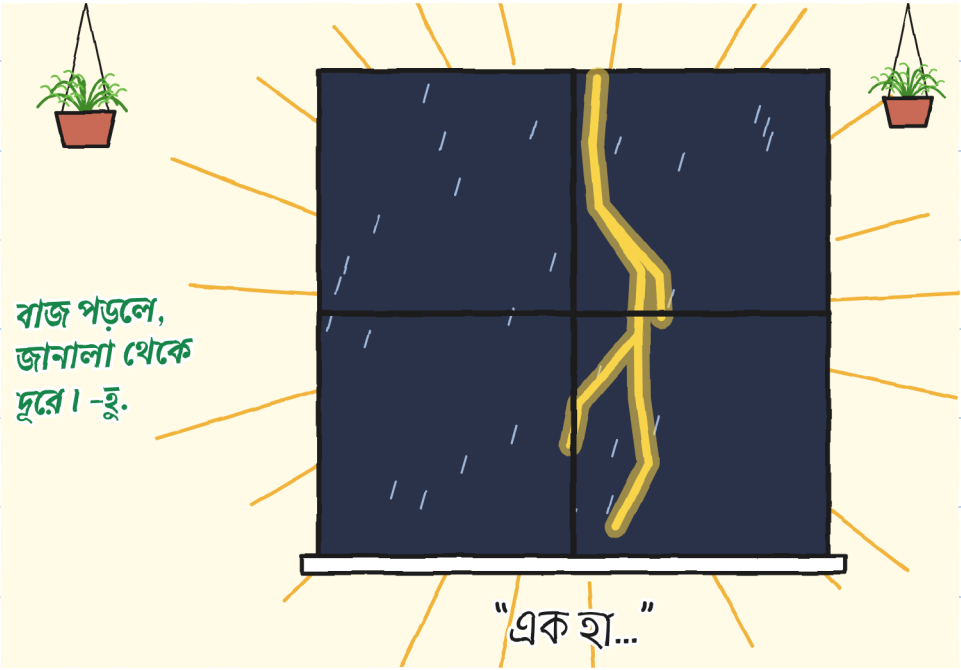

আর সত্যিকারটা এল।

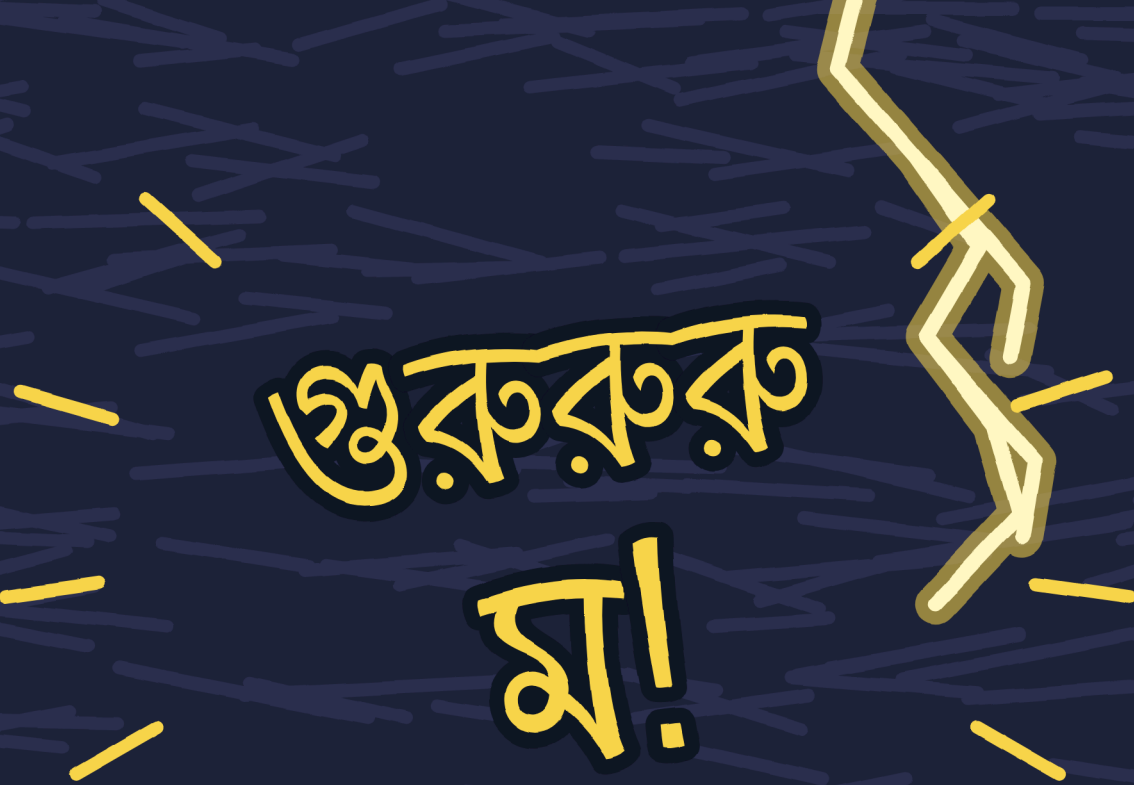

মেঘের ডাক আর বিদ্যুৎ-চমক একসঙ্গে। ঝড়
ঠিক মাথার ওপর। কাচ কেঁপে উঠল।

আর কারেন্ট চলে গেল।

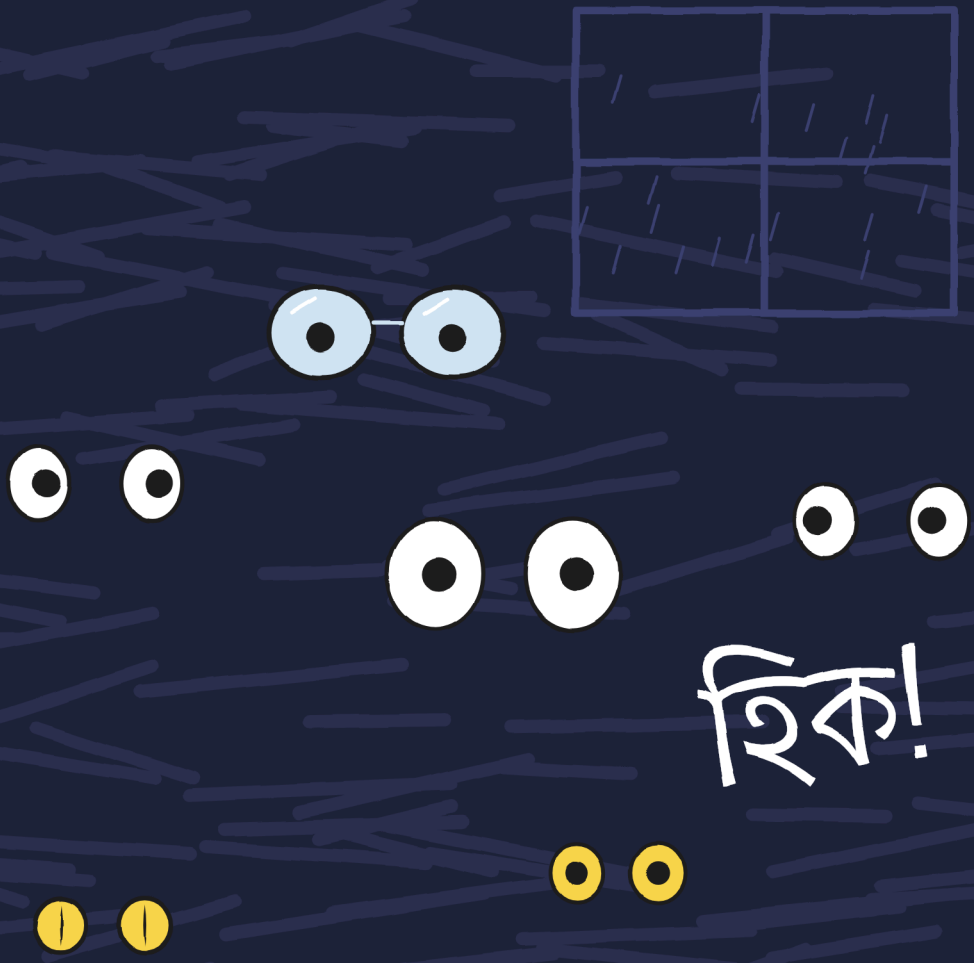

আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল:
একটা আগুনের হলকা।
টেবিল খালি ছিল।

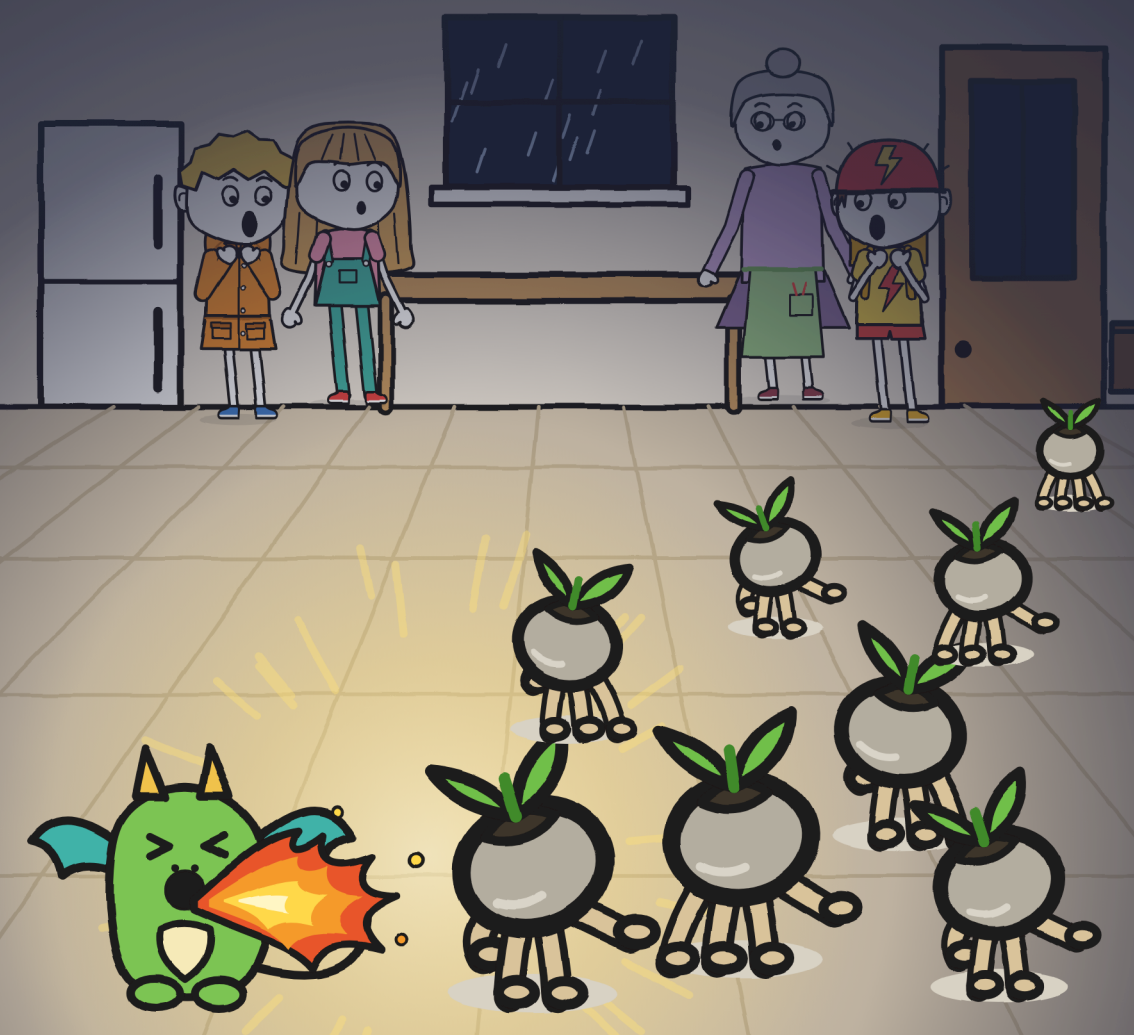

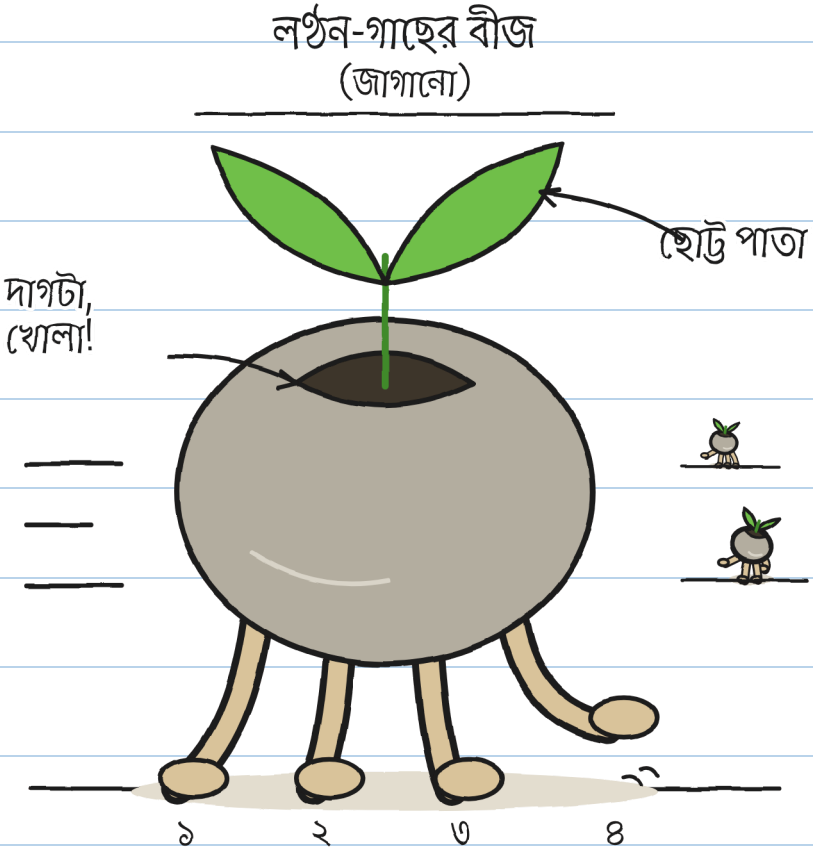

পাথরগুলোর পা ছিল।

আর তাড়া। -হু.

অধ্যায় ৩

না দেখলেই ওরা নড়ে

অন্ধকারে: টুক, টুক, টুক।

ওরা ছুটছিল, কিন্তু প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমক ওদের থামিয়ে দিচ্ছিল। আমি ছাঁকনিটা পরে নিলাম।

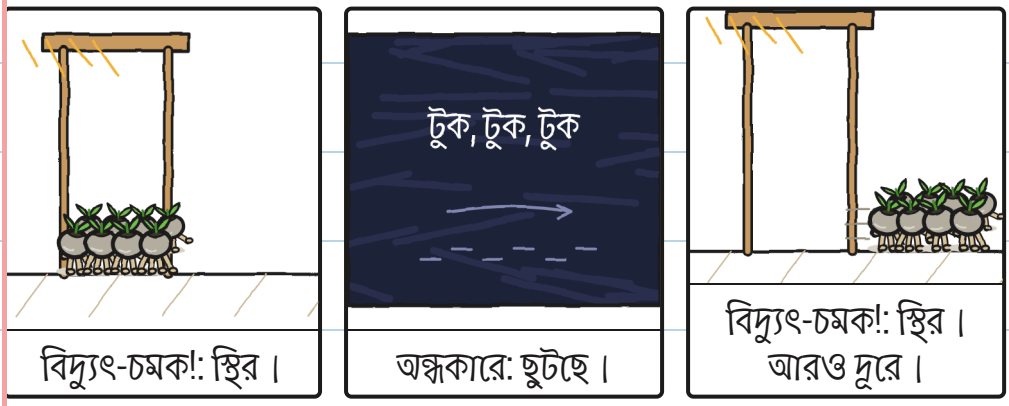

বীজ দিয়ে স্ট্যাচু খেলা। -হু.

ফ্লোরা একটা বীজের ওপর টর্চ ফেললেন।
বীজটা থেমে গেল।
"ওরা বীজ! ওরা জেগে আছে!"
ফ্লোরা চেঁচিয়ে উঠলেন।



আলো সরালেন। দ্বিতীয়টা ছুটল।
আলো থাকলে স্থির। আলো না
থাকলে ছুট। একটা টর্চ যথেষ্ট নয়।

সবাই যাচ্ছিল বেড়াল-দরজার দিকে। ফ্লোরা
একটা টব দিয়ে ওটা আটকে দিলেন।
"ওরা ঝড়ের জলে ভেজা মাটি খুঁজছে।"

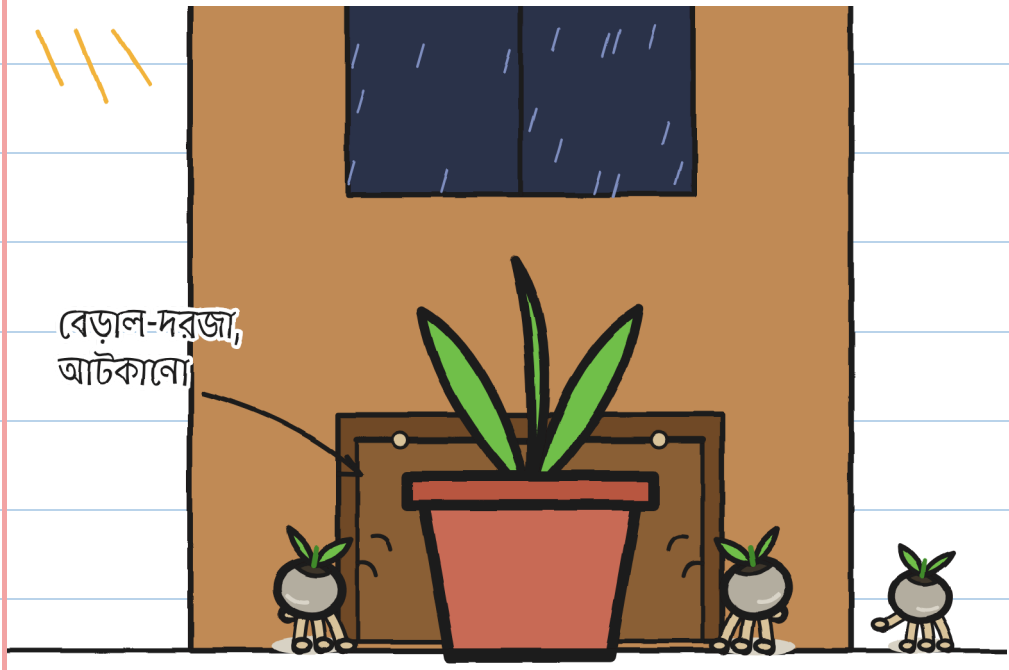

এখন ওরা অন্ধকারে পুরো
রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমরা সবরকম চেষ্টা করলাম:

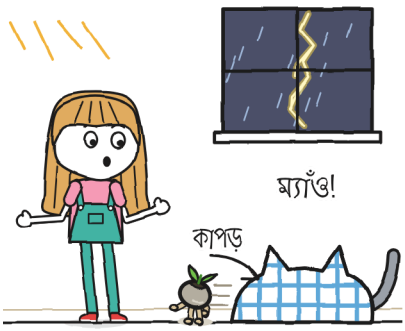

তুলিতা: গুড়গুড়কে ধরল।

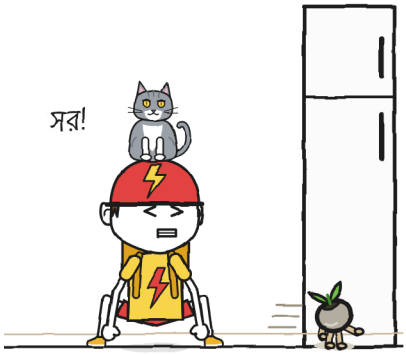

তোনিও: গুড়গুড় ওকে ধরল।



টুকরো: একটা!



ফ্লোরা: দুটো!

গুড়গুড়ও ধরছিল। ও প্রায় অন্ধকারেও দেখতে পায়।

তোনিও বেড়ালকে ভয় পায়।

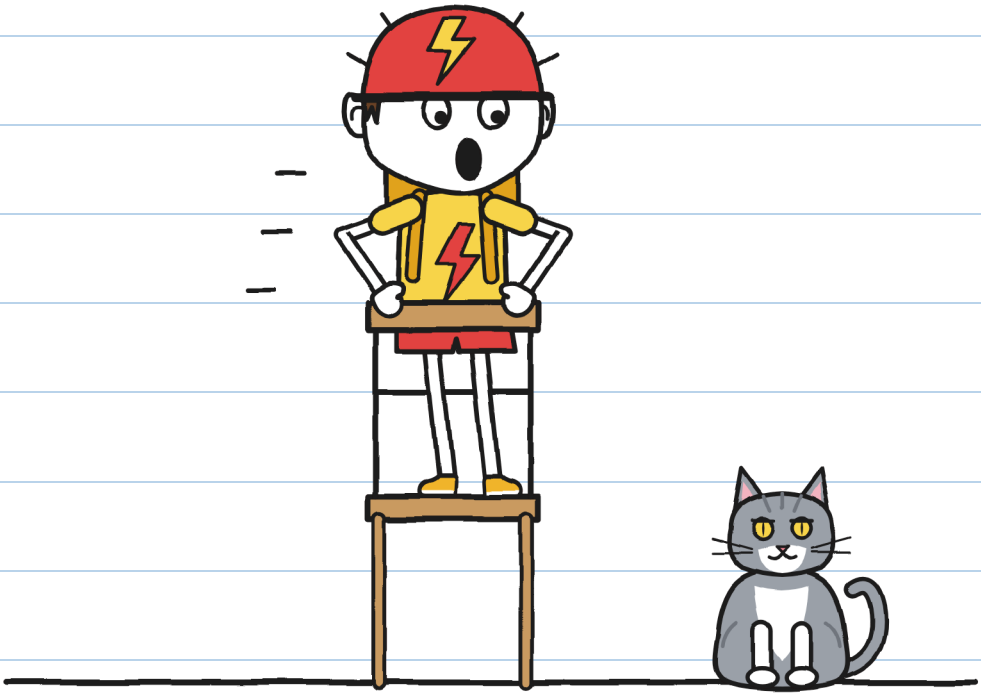

"ওটা গুড়গুড়!" হুলিতা বলল।

"আরও খারাপ!" তোনিও চেঁচিয়ে উঠল।

দুই ভয়, এক নাম। -হু.

টেবিলের নিচ থেকে একটা জিনিস দেখলাম:
ওরা বারবার বেড়াল-দরজায় ফিরে যাচ্ছে।
আমি একটা নকশা আঁকলাম।

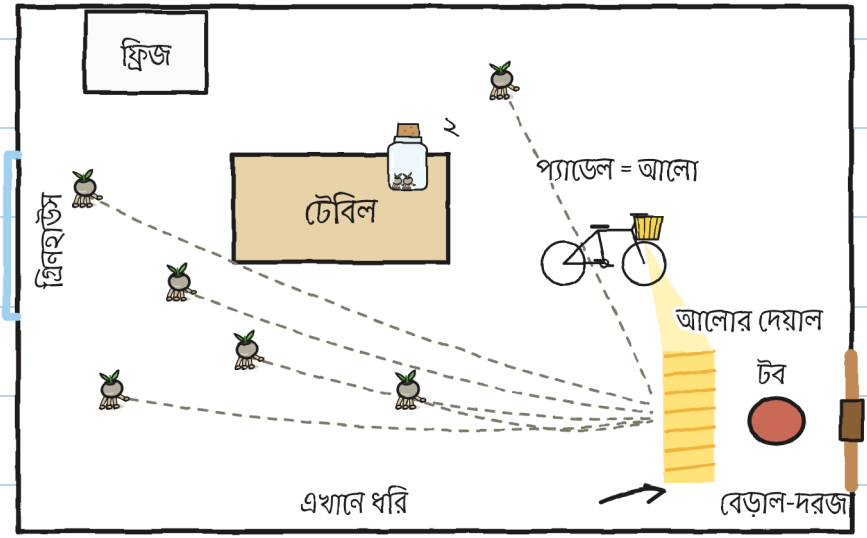

"তোনিও, তোমার হেডলাইট
কি প্যাডেল করলে জ্বলে?"
"অবশ্যই।"
"আজ তুমি আলো পৌঁছে দেবে।"

আমরা সাইকেলটা দাঁড় করালাম।
হেডলাইট বেড়াল-দরজার দিকে।
আর তোনিও প্যাডেল করল।
ও আগে কখনও এমন প্যাডেল করেনি।
গুড়গুড় ওর গায়ে লাফিয়ে উঠল।

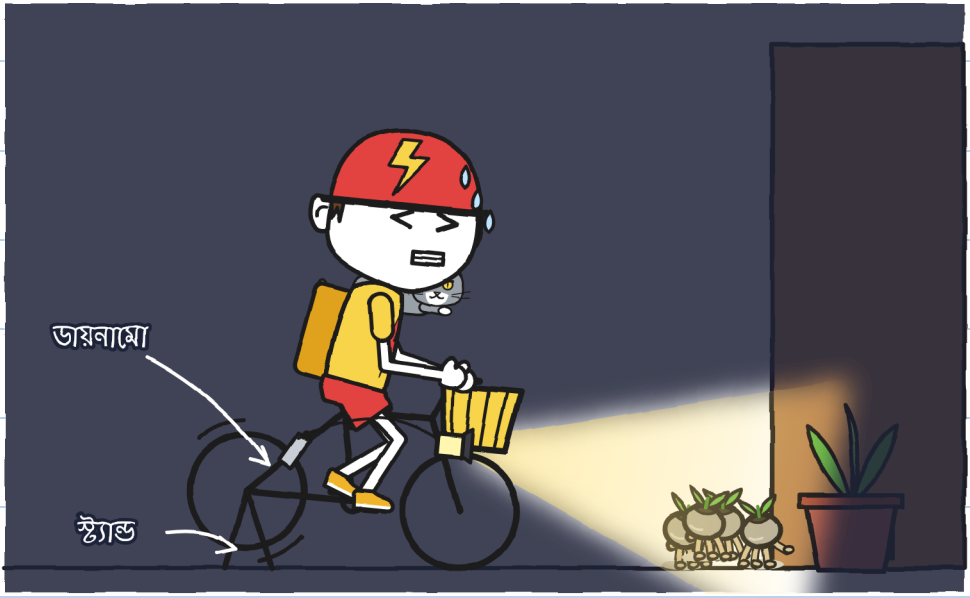

বিজলি কাজে লাগল। -হু.

বীজগুলো আলোয় থেমে যাচ্ছিল।
আমরা ধরলাম: তিন, চার।

গুড়গুড় আরেকটা মুখে ধরে ফেলল।
"পাঁচটা!" ফ্লোরা বললেন।

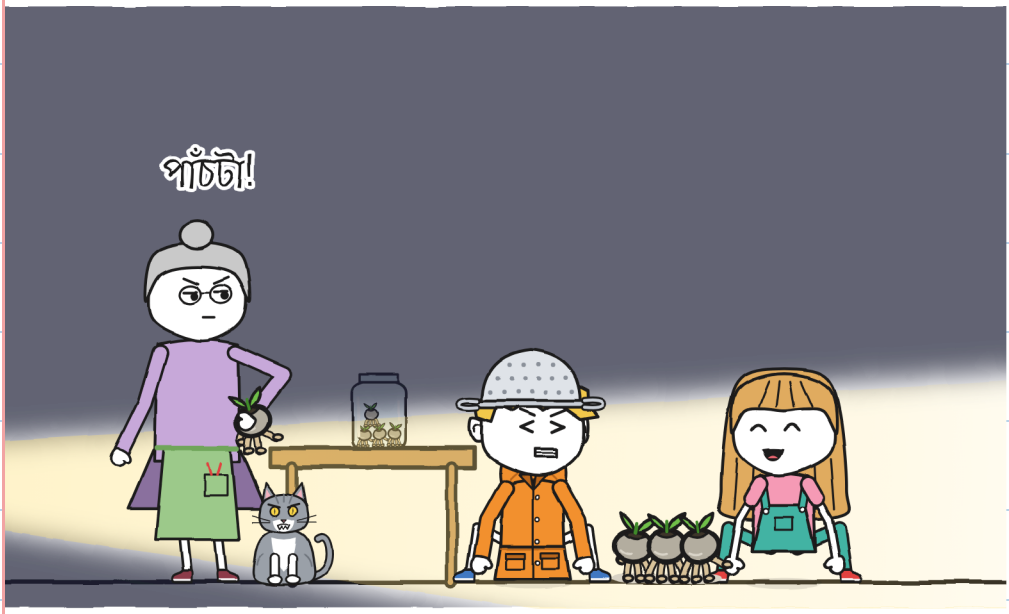

ছয়।

ফ্লোরা বয়ামের মুখ বন্ধ করলেন। গুড়গুড়
টেবিলে লাফিয়ে উঠে ওটা ফেলে দিল।



তোনিও ওটা শূন্য থেকে লুফে নিল।
কিন্তু ও প্যাডেল করা
থামাল। আলো নিভে গেল।

অন্ধকারে: টুক, টুক, টুক।

বেড়াল-দরজাটা করল খটাস।

মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল।

হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।



আট নম্বরটা বেড়াল-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আমি ওটা আনতে যাচ্ছি!" হুলিতা বলল।
"বাজ পড়ার মধ্যে কেউ
বেরোবে না," ফ্লোরা বললেন।

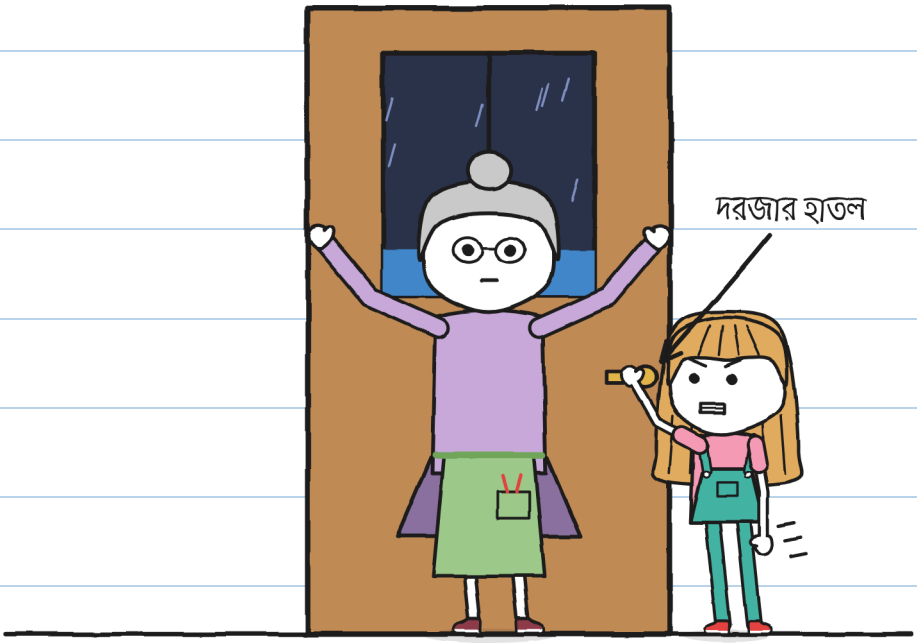

হুলিতা হাতল ছাড়ল না।
বেড়াল-দরজাটা করল খটাস।
গুড়গুড় এল, আট নম্বরটা ছাড়া।

"এক হাতি, দুই হাতি।"

গুরুরুম।

"খুব কাছে," হুলিতা বলল।

"অন্ধকারে পুঁততে হবে," ফ্লোরা বললেন।

"ওখানে, ভেতরে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"বাজ বাইরে থাকে।"



ফ্লোরা টুকরোর দিকে তাকালেন।

টুকরো আমার দিকে তাকাল।

আর ওর হিক উঠল।

অধ্যায় ৪

হিক

এভাবে লণ্ঠন-গাছ পুঁততে হয়:

লণ্ঠন-গাছ পোঁতা

১. 

ঝড়ের জলে ভেজা মাটি।
(কলের জলেরটা না।)

২. 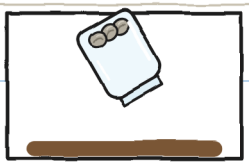

বয়াম খোলা।
(আগে খুললে পালায়।)

৩. 

সব অন্ধকারে।
নিজেরাই পোঁতে।
(তুমি পুঁতো না।)

৪. 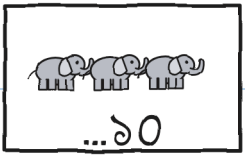

ঝড় যাওয়ার আগে:
দশের বেশি হলে,
আর পোঁতে না।

ফ্লোরা একটা ঘূর্ণি হাতল ঘোরালেন।
আঁকা ফোঁটাগুলো নেমে এল।
সত্যিকারের বৃষ্টি পড়ল কেয়ারিতে।



সত্যিকারের ঝড়: গ্রিনহাউসে কখনও নয়। -হু.

"সব অন্ধকারে," ফ্লোরা বললেন।

কিন্তু টুকরো ততক্ষণে ভেতরে, কেয়ারির নিচে।

ফ্লোরা ওকে টেনে বের করতে চাইলেন।
টুকরো টবগুলো আঁকড়ে ধরল।



আমার প্রতিটা হিকে টুকরো জ্বলে উঠছিল।

বোঝার জন্য আমি এঁকে ফেললাম:

হিকের শিকল

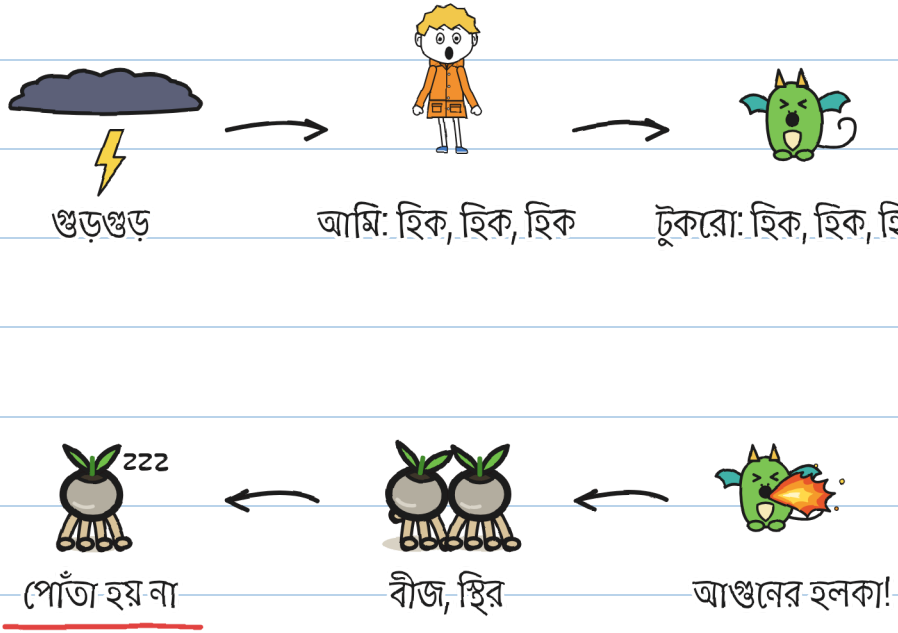

রান্নাঘরে হিক সাহায্য করত। গ্রিনহাউসে না।

শিকলটা ভাঙতে হবে। -হু.

আমরা হেঁচকির টোটকা চেষ্টা করলাম:



দম আটকে রাখা



উল্টো করে জল খাওয়া

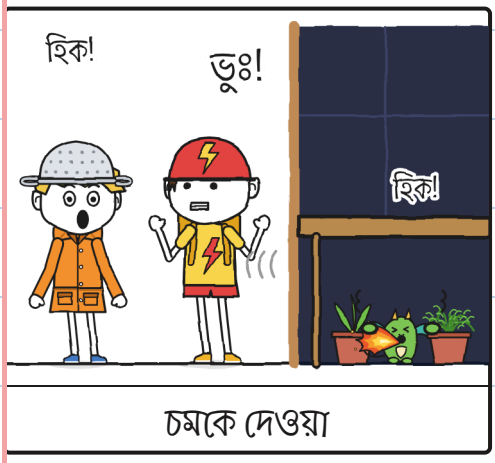

চমকে দেওয়া

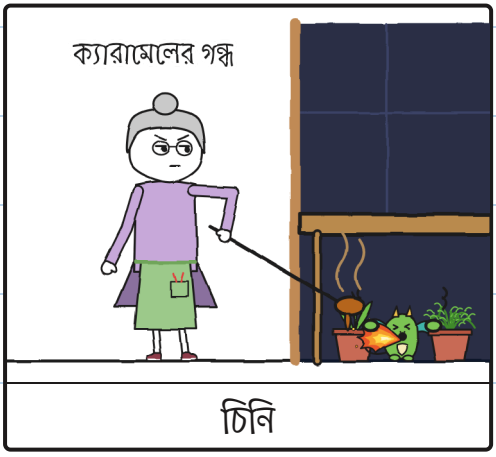

চিনি

টোটকা: শূন্য। হিক: অনেক। -হু.

"চার, পাঁচ হাতি," হুলিতা গুনল।

গুরুরুম। আরও দূরে পড়েছে।

সাতটা বীজ পাক খাচ্ছিল। আমার হিক উঠছিল।

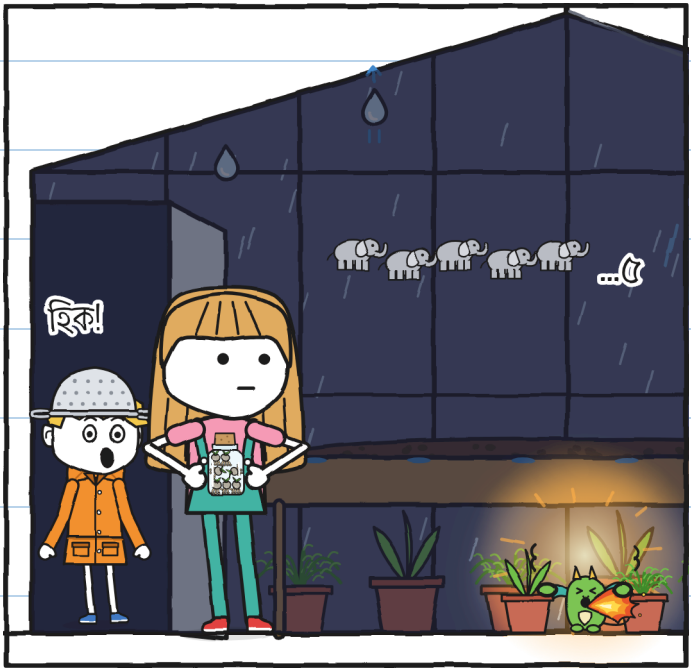

"আর যদি এগারো পর্যন্ত চলে যাই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আবার পাথর," হুলিতা বলল।

"টুকরো তোমার ভয়টা নকল
করছে," হুলিতা বলল।
"ওর কাছে থাকো।"
আমার প্ল্যানটা আর কাজ করছিল না:

ভয় লুকোনোর
আমার প্ল্যান:

১. বলা যে ঝড় আমার ভালো লাগে।

~~২. হিক না করা।~~ হিক হিক হিক হিক হিক

৩. ???

আর ৩ নম্বর? -হু.

আমি চেষ্টা করলাম। সত্যিই।

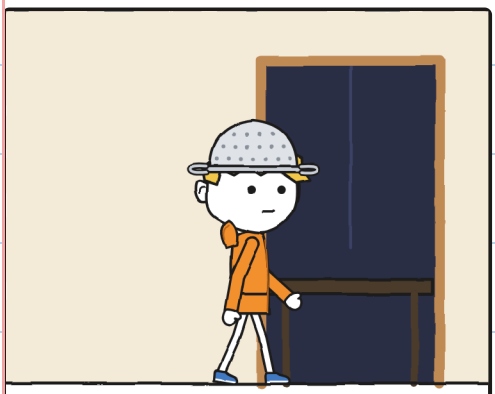

একটা পা ভেতরে।



একটা মেঘের ডাক।



আবার রান্নাঘরে।

গ্রিনহাউসে মেঘের ডাক বেশি জোরে শোনা যায়।

আমি ওপরে তাকালাম, কাচের ছাদ দিয়ে।
ভেরার ড্রাগনরা ঝড়ের মধ্যে উড়ছিল।



ওদের হিক উঠছিল না।

"চলো, শিকারি," তোনিও বলল।

আমি ঠাট্টার অপেক্ষা করলাম। এল না।

আমি ফ্লোরাকে হাঁকনিটা দিলাম।



আর আমি ঢুকলাম।

ভয়ের জন্য, হ্যাঁ। -হু.

ভেতরে বৃষ্টির শব্দ জোরে। আমি কেয়ারির নিচে ঢুকলাম। টুকরো আমার মতোই কাঁপছিল।



গুরুরুম! আমার হিক
উঠল। টুকরোর হিক উঠল।

আমরা ছিলাম দুজন ঝড়-শিকারি।

দরজা থেকে হুলিতা নিচু গলায় বলল।



"আমাকে গুনে নাও।"

অধ্যায় ৫

আমাকে গুনে নাও

আর আমরা গুনলাম।

"এক হাতি, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়।"

গুরুরুম। আরও দূরে পড়েছে।

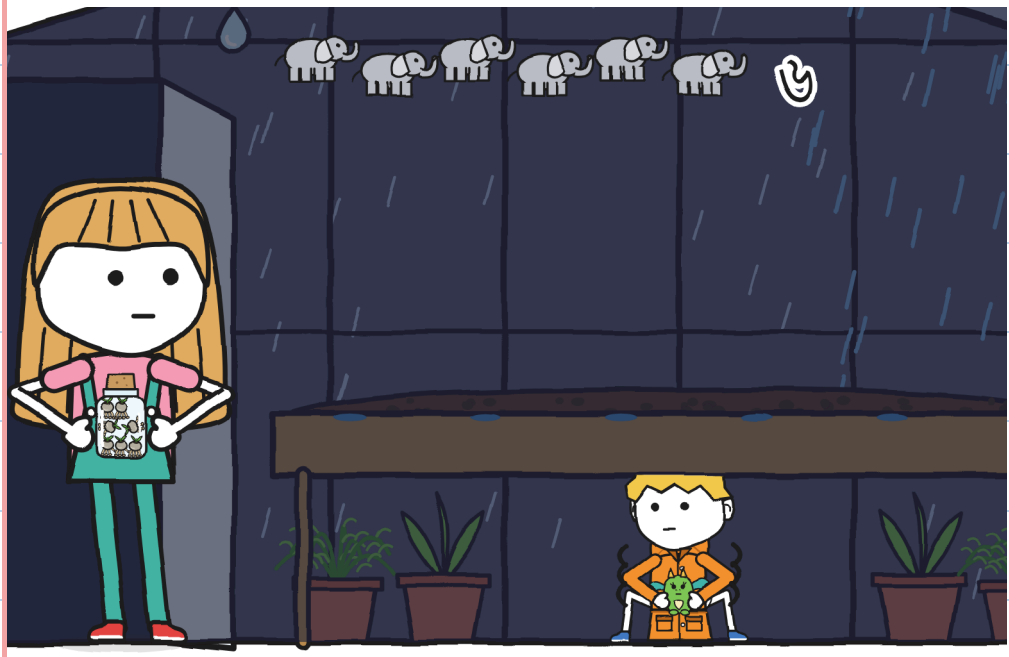

আমি ছয় হাতি গুনলাম। ভয়টা তখনও ছিল।
আমি সত্যিটা বললাম।



"মেঘ ডাকলে আমার ভয় লাগে।"

"আমি জানি," হুলিতা বলল।
"তুমি ৬ নম্বর পাতায় এঁকেছিলে।"

"আমার বেড়ালে ভয়," তোনিও বলল।

"আর আমার ভয় অপেক্ষায়," ফ্লোরা বললেন।

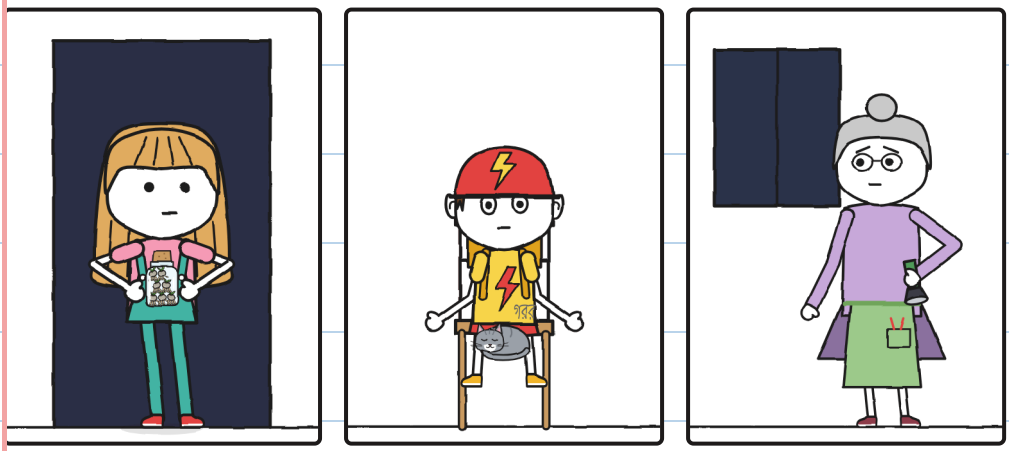

আর আমার ভয় সাঁকোয়। -হু.

কেউ হাসল না। আমি আর একা ছিলাম না।

আমরা ধীরে শ্বাস নিলাম।



আমরা নয় পর্যন্ত গুনলাম।
আমার হিক উঠল না।

“এবার!” ফ্লোরা ফিসফিস করে বললেন।
তুলিতা পা টিপে টিপে ঢুকল।
বয়ামটা খোলা রেখে দিল।



টুক, টুক, টুক। বয়াম থেকে কিছু বেরোচ্ছিল।

আমরা দশ পর্যন্ত গুনলাম। গুরুরুম।

আর আমরা দেখলাম:



বয়ামটা খালি। মাটিতে সাতটা ছোট্ট গর্ত।

আর প্রথমটা জ্বলে উঠল।

সাতটা লণ্ঠন-গাছ। প্রতিটার ভেতরে এক টুকরো বিদ্যুৎ-চমক।



টুকরোর হিক উঠল না। ও আমার মতোই লণ্ঠন-গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

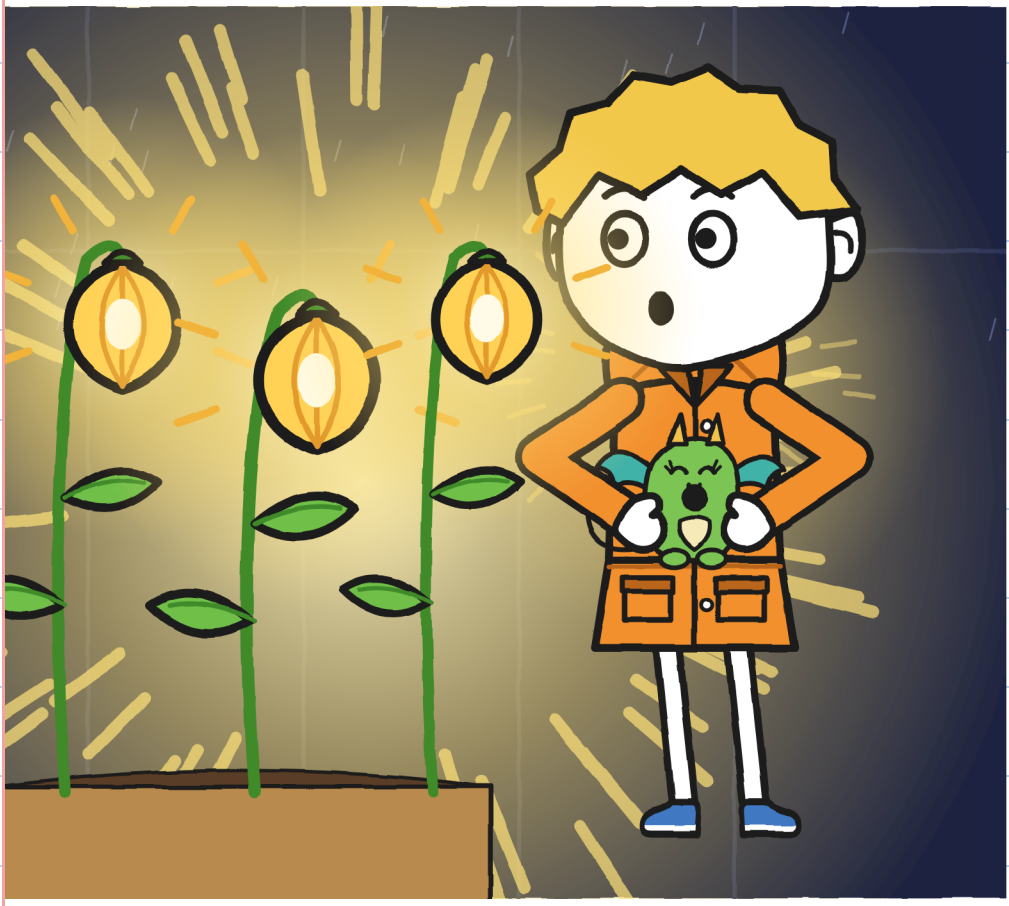

ফ্লোরা একটা লণ্ঠন-গাছ
আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁলেন।
"পথটা ঠিক এমনই দেখাত," তিনি বললেন।

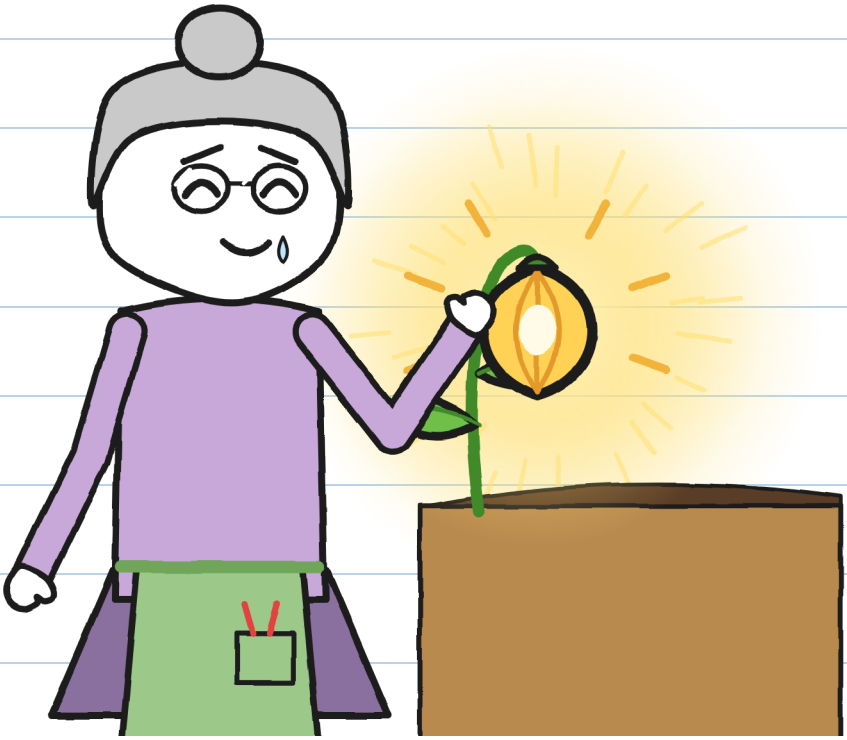

আমিও একটা ছুঁলাম। ওটা
কুসুম কুসুম গরম ছিল।

ফ্লোরা একটা কলম বের করলেন।

এবার উনি সই করবেন।

হুলিতা থামিয়ে দিল।

"এখনও না। একটা বাকি," হুলিতা বলল।

তারপর লেবেলটা খুলে নিল।

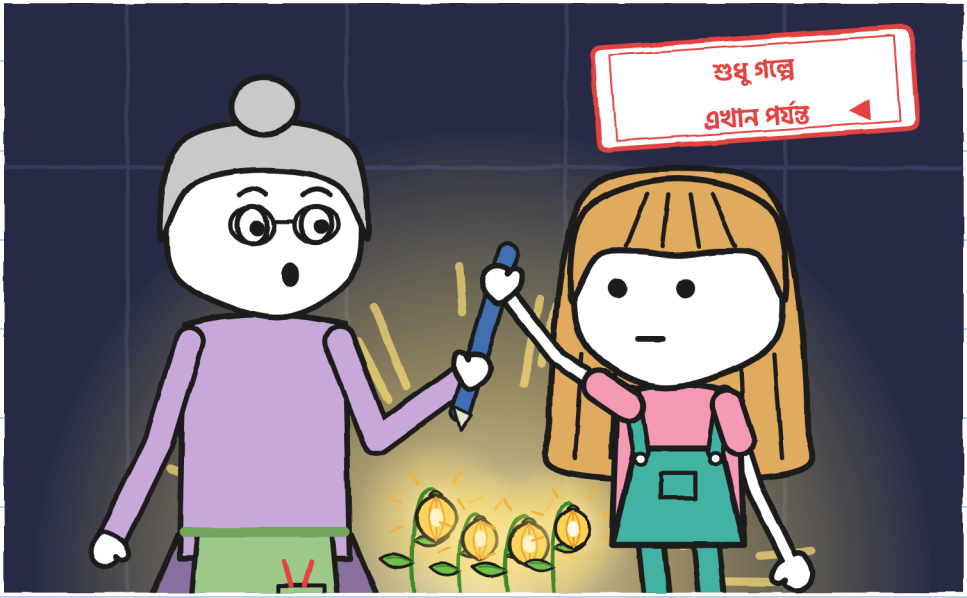

পুরোটা, নইলে না। -হু.

শেষ মেঘের ডাকের পর আমরা আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। বৃষ্টি আর পড়ছিল না।



আট নম্বরটা তখনও বাইরে, অন্ধকারে।
সই ছাড়া ভোর হলে ২ নম্বর ফিরে যায়।

"চলো, ওটাকে খুঁজে বের করি," হুলিতা বলল। ফ্লোরা পাঁচিলে তিনবার টোকা দিলেন। ভেরাকে ডাকলেন।



"এবার তোমরা একা যাচ্ছ না," তিনি বললেন।

অধ্যায় ৬

আট নম্বর বীজ

আমরা বেরোলাম ফ্লোরা আর ভেরার সঙ্গে। আমার রেনকোটের ভেতরে টুকরো।

আমরা উঠোনে আর খালের ধারে খুঁজলাম।



কিছু না। যেকোনো পাথরই হতে পারত।

ছোট একটা লণ্ঠন-গাছ আলোয় দেখা যায় না।
"আলো নিভিয়ে দাও," আমি বললাম।
আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।
শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট আলো।

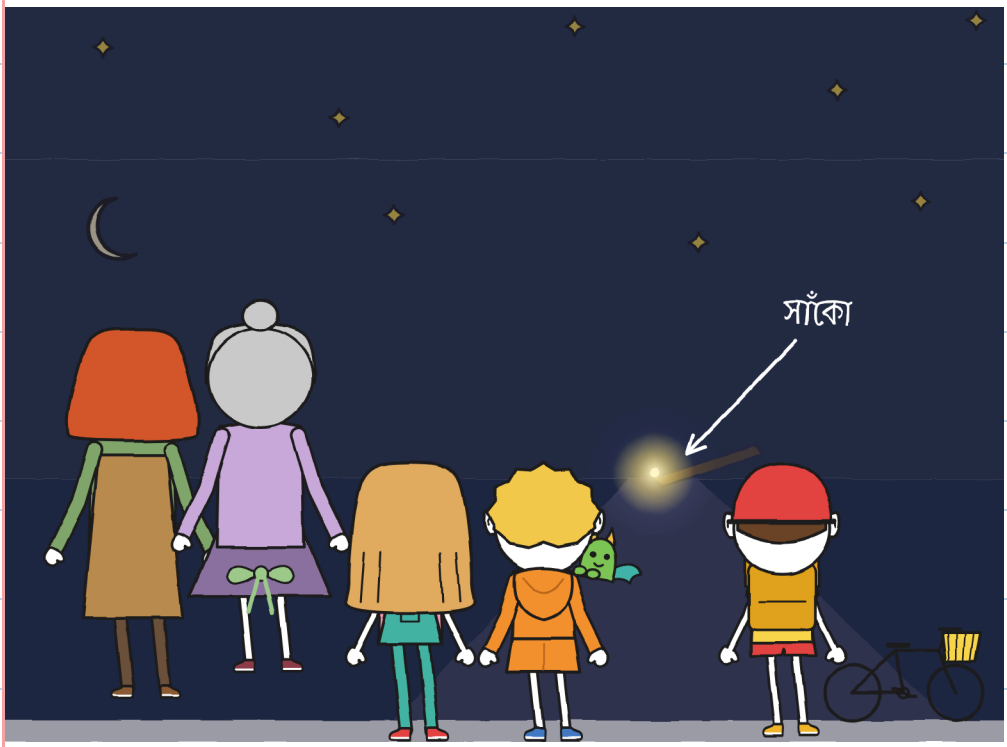

সাঁকোর গোড়ায়।

বৃষ্টি ওকে ছোট্ট পথ বেয়ে খালপাড় পর্যন্ত ভাসিয়ে এনেছিল। ও একা একাই গজিয়েছিল, সাঁকোর গোড়ায়। দূর থেকে একটা ছোট্ট আলো; কাছ থেকে, সবকিছু আলো করা।

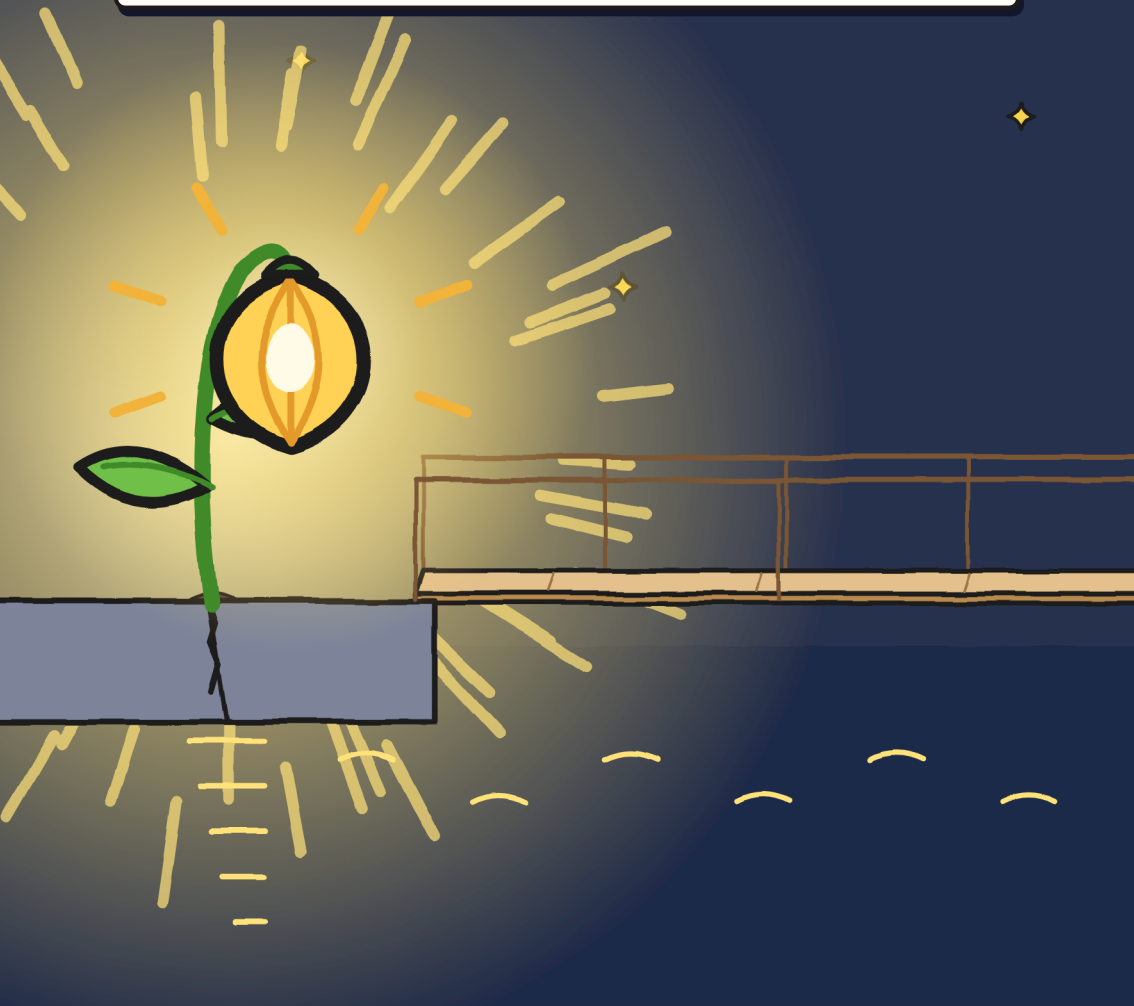

হুলিতা সাঁকোর দিকে তাকাল।
আলোয় ওটাকে অন্যরকম লাগছিল।
ও সাঁকোর ওপর একটা পা
রাখল। তারপর সরিয়ে নিল।



প্রায় আর ভয় লাগে না। -হু.

“এটা এখানেই থাকবে,” ফ্লোরা বললেন।
উনি সবুজ কালিতে সই করলেন।

নং ২ · ভঙ্গুর

গন্তব্য: ফ্লোরা, ৯, খাল রোড

মেঘ না ডাকলে খুলবেন না

প্রেরক: র.

ফেরত

পৌঁছে গেছে : ফ্লোরা

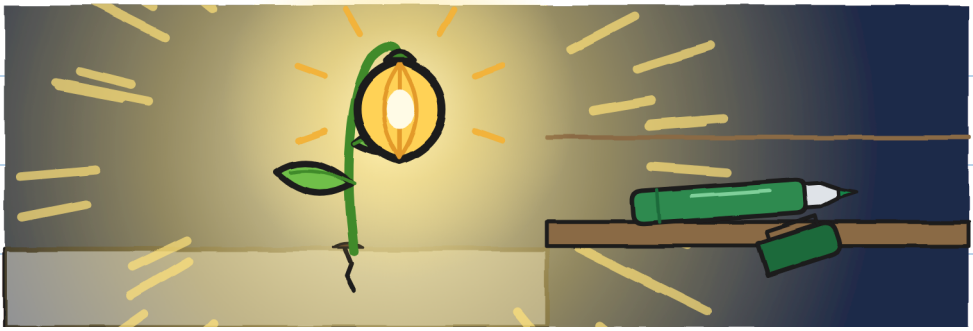

ফ্লোরা আমাকে ওঁর ছাঁকনিটা দিলেন।
“পরের ঝড়ের জন্য,” উনি বললেন।

ভেরা আমাদের ভ্যানে করে দোকানে পৌঁছে দিলেন। তারপর ড্রাগনদের কাছে ফিরে গেলেন।

দোকান অন্ধকার ছিল। মারা ছিলেন না। উনি ছিলেন নিচে।



"ঝড়টা কি চলে গেছে?" মারা জিজ্ঞেস করলেন।
কম্বল। কানঢাকা। হেলমেটের
বদলে একটা সসপ্যান।
"আমারও মেঘ ডাকলে ভয়
লাগে," আমি ওঁকে বললাম।
উনি কম্বলটা তুললেন।



আমি ওঁর সঙ্গে নিচে ঢুকে গেলাম।

মারা তোনিওর জন্য একটা বাক্স রাখলেন।
"তোমার জায়গা," উনি বললেন।
তোনিও ব্যাগের ওপর লিখল "আর বেড়াল"।

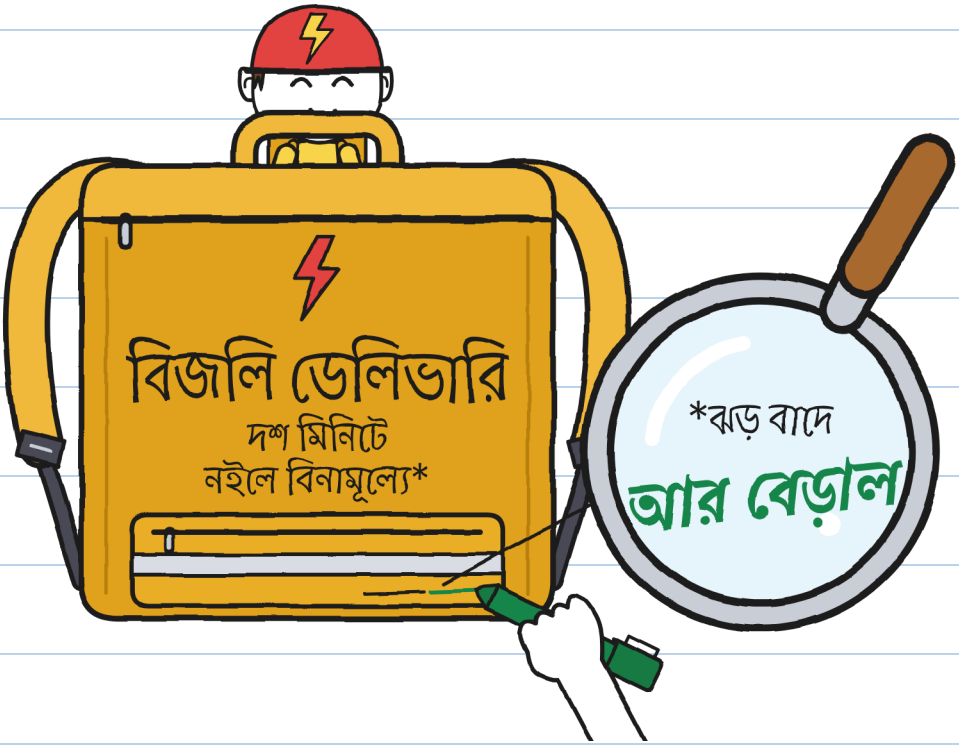

এখন ওটা সত্যি বলছে। -হু.

আমি মেঘ ডাকার প্ল্যান ঠিক করলাম:

১. হাতি গোনা।

২. কারও সঙ্গে।

৩. হিক: কিছু যায় আসে না।

বাকি ১৮



শিকারি বোলো না নিজেকে। -হু.

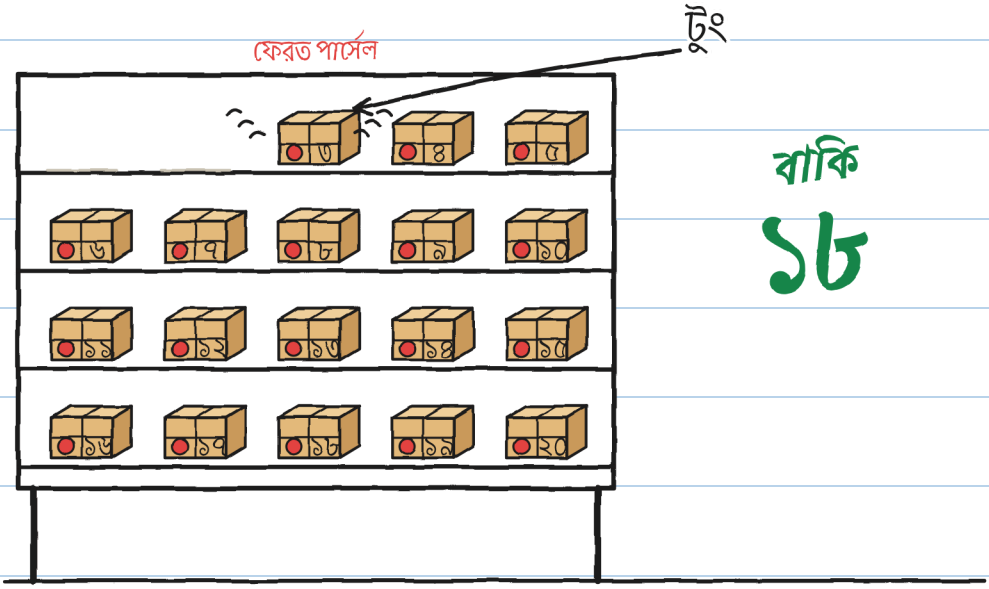

বাকি

১৮

একটা ফেরত পার্সেল বেজে উঠল: টুং।

নং ৩

তোনুর জন্য

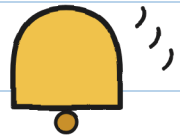

তোনিও লাল হয়ে গেল।



অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

(খুব শিগগিরই)

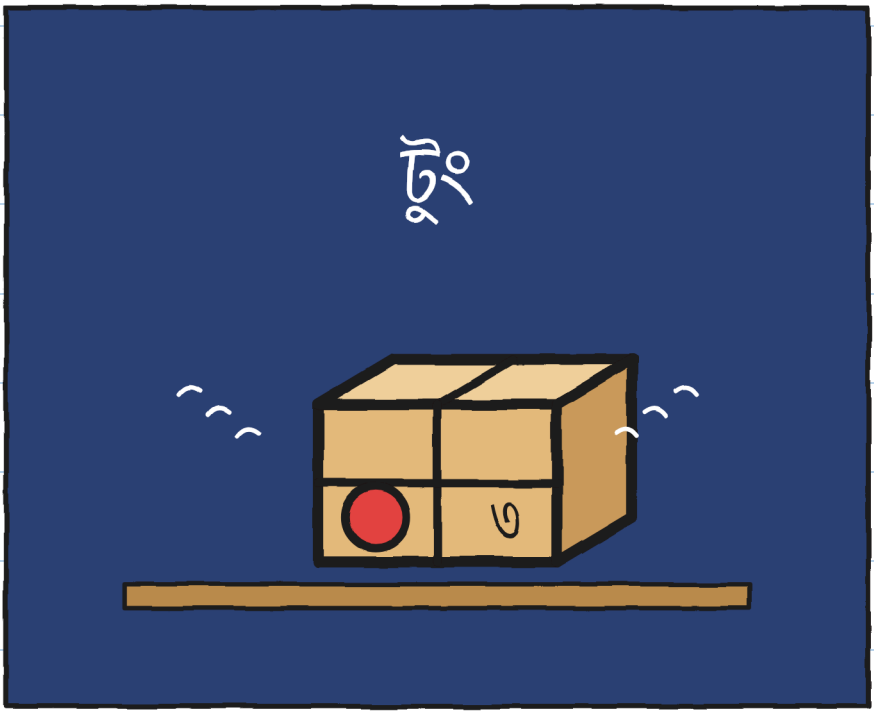

তোনিওকে কে পার্সেল পাঠায়? -হু.

পাড়া (সংস্করণ ২)

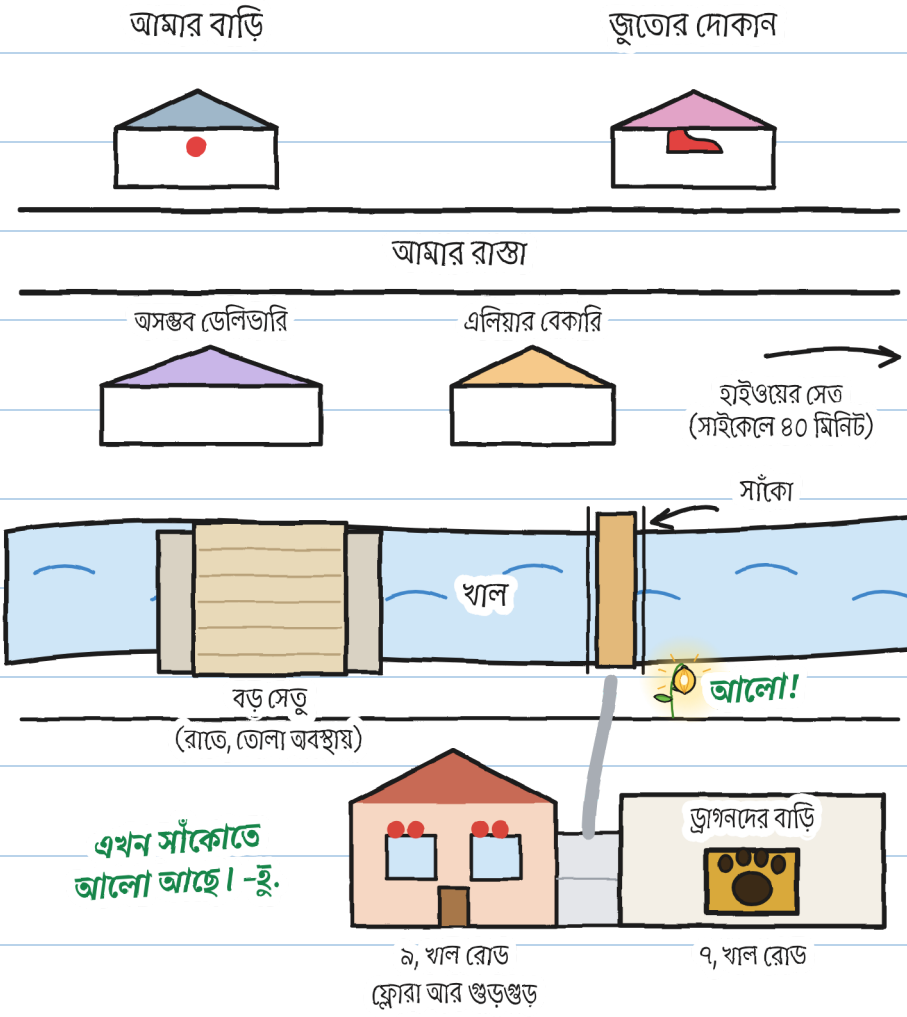
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
বড় সেতু
(রাতে, তোলা অবস্থায়)
আলো!
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

র.-কে নিয়ে জানি



র.

১. খারাপ হাতের লেখা (মারা)।

২. ভেরার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল।

৩. ফ্লোরার সঙ্গে লণ্ঠন-গাছ লাগাতেন।

৪. দেরিতে হলেও কথা রাখেন।

৫. জাদু-কাচ বানিয়েছেন।

৬. কেউ নাম বলে না। -হু.

আর তুমি? তোমার কী মনে হয়, র. কে?

আমার মনে হয় র. হলেন...

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি।

সাইজ XXS · PRE-A1
হুলিতা সাত নম্বর বীজটা ধরছে।

সাইজ XS · A1
মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ S · A2
আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ M · B1
পরের বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল, মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ L · B2
আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

একই ঝড়। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের ঝড়: কী করতে হবে

১. মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও, বাড়ির ভেতরে চলে এসো: বাজ ইতিমধ্যেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারে।

২. ভেতরে, একজন বড়র সঙ্গে, জানালা, দরজা আর কাচ থেকে দূরে। গ্রিনহাউস, সেতু, গাছ আর জলের ধারেকাছেও নয়।

৩. শেষ মেঘের ডাকের পর আধঘণ্টা না কাটলে বাইরে যেয়ো না।

৪. হাতি গুনলে জানা যায় বাজ কাছে পড়েছে না দূরে, আর মনও শান্ত হয়। কখন বাইরে যেতে হবে, সেটা জানা যায় না।

তোমার ঝড় গোনো

বাড়ি থেকে হাতি গোনো।

বিদ্যুৎ-চমক	হাতি	কিলোমিটার (প্রতি ৩-এ ১টা, মোটামুটি)	ওই বাজ কি কাছে, না দূরে?
১	১৫	৫	—
২	৯	৩	আরও কাছে